পরিবেশ, রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাস - ১

বদরউদ্দিন মোঃ সাবেরী

সূচনার সূচনা পর্ব: প্রথমে বলে রাখা ভালো লেখাটি কোনও মৌলিক রচনা নয়, ফ্রিটজফ কাপরার "দি ওয়েব অব লাইফ", মিশিও কাকুর "প্যারালাল ওয়ার্ল্ডর্স" গ্রন্থদ্বয়, এবং ফরহাদ মজহারের "সন্ত্রাস, আইন ও ইনসাফ" নামক প্রবন্ধ থেকে অকৃপণ ভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে, টুকলিফাই, অর্থাৎ সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে।

শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ,
কাল রাতে ফাল্গু নের রাতের আধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পনচমির চাঁদ
মরিবার হল তার সাধ।

----জীবনান্দ দাশ

এক

পরিবেশ সূচনা পর্ব

জীবন চক্রের নিহিত সকল ক্রম পর্যায়িক ধারায় এবং পরিবেশ গত ভাবনায় মানব সম্প্রদায়ের সকল প্রয়োজন মিটানো এবং নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে একটি গ্রহনযোগ্য এবং আবাসযোগ্য জমিনের নিশ্চিতকরণ বর্তমান প্রজন্মের রয়েছে এ'কথা আমরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করি। এ'মহান এবং শ্বাশত কাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন তেমন কিছুই না, দরকার কেবল পরিবেশগত শিক্ষা, গাছপালা, পশুকূল এবং জীব বৈচিত্রের সম্পর্কীয় ধারনা অর্জন। এ'শিক্ষা অর্জনের জন্য আমাদের বুঝতে হবে পরিবেশগত নীতিমালা এবং এর সার্থক প্রয়োগ। অর্থাৎ আমাদের পরিবেশগত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। পরিবেশ গত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া অর্থাৎ "পরিবেশ শিক্ষিত" হওয়া বলতে বুঝব আমরা পরিবেশগত সংক্রান্ত্ম নীতিসমুহ যাচাই বাছাই এবং পরিবেশের পরিমন্ডলে উক্ত নীতিসনমুহের সার্থক এবং ফলিত প্রয়োগ। যদি তা আমরা বুঝে উঠতে পারি এবং এর ফলিত প্রয়োগ সার্থক রুপে প্রয়োগ করতে পারি তা'হলে বোধ করি আর গুলি করে নিরীহ জনতাকে হত্যা করতে হবেনা। যেমনটি ঘটে গেল ফুলবাড়িতে। আমাদের বর্তমান সময়ে করণীয়, তাবৎ সম্প্রদায়কে পুনুরুজ্জীবিত করা,শিক্ষিত সুশীল সম্প্রদায়,ব্যবসায়িক সম্প্রদায়,পেশাজীবি রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে এ ধারায় সম্পৃক্ত করা আজ সময়ের দাবী, এবং সেই সাথে শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা এবং রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত পরিবেশগত নীতিমালা এবং এর স্বার্থে সোচ্চার হওয়া। আমাদের মনে রাখতে হবে,পরিবেশ একটি সম্প্রদায় যার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে তাবৎ মানব সম্প্রদায়ের সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বেচে থাকার মহান শর্ত। পরিবেশ এবং মানব সভ্যতা একটি নেটওয়ার্কের মত, পারিবেশিক শক্তি এর উৎস যাবতীয় উপাদান এর গঠন,যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতাকে যুগিয়ে যাচ্ছে অফুরান ভান্ডার, এবং জীবন চক্রের প্রভূত রসদের অফুরন্ত লোভে পরিবেশ ধর্ষিত হচ্ছে বারবার এবং এখনও।

অবশ্যই এ স্বীকার্য, পরিবেশ এবং এর গঠন, মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বিশাল এবং ব্যাপক। নিজস্ব স্বকীয়তায় পরিবেশের নেই কোন পূর্বানুমান,ভাষা, বিবেক,সংস্কৃতি,বিচার,গণতন্ত্র,লোভ এবং সর্বোপরি অসততা। আমরা 'পরিবেশ ব্যবস্থা' থেকে মানবীয় মূল্যবোধ এবং অন্য কোন সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারিনা সত্য,কিন্তু আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি 'ইনসাফ' ও সততার সাথে বসবাসের। আমাদের গ্রহের তিন বিলিয়ন বৎসরের বিবর্তন চক্রে, এর পরিবেশগত ব্যবস্থা হয়েছে জটিলতর এবং সেইসাথে হয়েছে আরও জটিল পদ্ধতিকর এবং বসবাসযোগ্য। প্রকৃতির এ'জ্ঞান এবং শিক্ষাই আমাদের সহায়তা করে 'পরিবেশ শিক্ষিত' হওয়ায়।

পরিবেশগত ব্যবস্থার অনুধাবন এবং সুবিন্যস্ত্ম কাঠামো পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা একটি গঠনযোগ্য নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারি,এবং এই 'পরিবেশগত নীতিমালা' আমাদের একটি সার্থক এবং গ্রহনযোগ্য বর্তমান এবং ভবিষ্যত বসবাসযোগ্য মানব সম্প্রদায়ের পরিবেশ উপহার দিতে পারে বলে আমরা মনে করি। ধরে নিতে পারি নীতিমালার একটি হচ্ছে 'পরস্পর নির্ভরশীলতা"। পরিবেশের সাথে সংযুক্ত সকল সম্প্রদায় চক্রের ন্যায় একে অপরের উপর নির্ভরশীল, যা জীবনের চক্র হিসেবে উল্লেখ করা যায়। পরস্পর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ জীবনচক্রের পারস্পরিক সমঝোতা ও সহ অবস্থান, পরিবেশগত সম্পর্কের একটি বৈশিষ্ট্য। পরিবেশগত ব্যবস্থায় বিবেচিত সকল জীব বৈচিত্রের অবস্থান স্বাভাবিক ভাবে প্রভাব বিস্ত্মার করে অন্যান্য জীবকুলেও, যেমন আমরা মানুষ জীব বৈচিত্রের সবচাইতে বুদ্ধিমান জীব হিসেবে যারা নিজেদের চিহ্ন করি, কেন করি? এটি দর্শনের একটি বিরাট প্রশ্ন, আপাতত এড়িয়ে যাই এ'বলে, আমরা করেছি একটি সভ্যতা নির্মাণ। পরিবেশগত পরস্পরনির্ভরশীলতা বলতে আমরা সহজ ভাবে বুঝে নেব,পারস্পরিক সমঝোতা এবং অবস্থান, অর্থাৎ একে অপরকে সহজভাবে বোঝার ব্যাপারটা। এ'বোধ টুকুর জন্য দরকার,যাবতীয় উপলব্ধির পদ্ধতিগত পরিবর্তনের মাঝে,পদ্ধতিগত চিন্তার স্বকীয় নীতিমালার গঠন ও আপ্তকরন,ব্যষ্টিক থেকে সমষ্টিক,উদ্দেশ্য থেকে নির্ণায়ক,ক্ষুদ্রাকৃতির দাস মনেবৃত্তি থেকে গঠনমূলক চিন্তা ও প্রজ্ঞার প্রসার ও গঠন। গ্রহনযোগ্য মানবীয় সম্প্রদায় ও সভ্যতা, তার বহুমূখী সম্পর্ক সমন্ধে সম্পর্কে কি বরাবর সচেতন, যেখানে পরিবেশের বিষয়টি সর্বাগ্রে চলে আসে, যা আজ দর্শনের বিরাট প্রশ্ন। আর না হলে রাষ্ট্রিয় ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রের কাঠামোকে জায়েজ করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার তথাকথিত লক্ষ্যে, রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে আমরা দেখি পরিবেশের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে মানুষ নামের পরিবেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান কিন্তু নিরীহ জীব খতম হয়, যা কেবল অভাগা দেশেই সম্ভব হয় এবং জন্ম নেয় আরেকটি কালো আগষ্ট (২৬, তারিখ ফুলবাড়ি)। মোদ্দা কথা হচ্ছে,জীবনের প্রাথমিক বৈশিষ্ট, পরিবেশের সাথে এার নেটওয়ার্ক এবং পরিবেশের অন্যান্য বৈচিত্রের সাথে এর সম্পর্ক,অনেকটা অসমান্ত্মরাল। কার্য করণের সামন্ত্মরাল চেইনটি পরিবেশগত ব্যবস্থায় প্রভার ফেলে খুবই সামান্য যা আরেকটি নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। যদি কার্য ও করণের (এ'খানে কজ এন্ড এফেক্টের কথা বলা হচ্ছে), কোন প্রভাব পরিবেশের কোন একটি নিয়ামককে প্রভাবিত করে তবে সেই অসামঞ্জস্যতা যে কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র অবকাঠামোর উপর প্রভাব ফেলবে যা বিজ্ঞান সম্মত।

পরিবেশগত প্রক্রিয়ার চক্রিয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,পরিবেশের একটি মূলনীতি। পরিবেশ ব্যবস্থায় প্রতিটি জীবাশ্ম এর অনু ক্রমাগত ভাবে চক্রাকারে শোধিত হচ্ছে। এ'পদ্ধতিতে সকল জীবাশ্ম

পর্যায়ক্রমে জন্ম দিচ্ছে প্রকৃতি ও পরিশে ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়া জীবাশ্মেও,বর্জ্য পদার্থের। কিন্তু মজার ব্যাপারটি হচ্ছে, যে সকল বর্জ্য ও পরিত্যক্ত জীবাশ্ম বা পদার্থ যাই বলিনা কেন, যা এক প্রজাতির জন্য বর্জ্য ও পরিত্যক্ত তা আরেক প্রজাতির জন্য খাদ্য, এই ধরনের এক খাদ্যের নাম, তৈল খনি, কয়লা খনি, গ্যাস ইত্যাদি। মানব সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা এ'জন্য দরকার বলে বর্তমান সময়ের দাবি। পরিবেশ এবং অর্থনীতির দ্বন্দ যদি আমরা আবিস্কার করতে পারি, তবে বিষয়টা হবে আরেকটু পরিস্কার,পরিবেশ হচ্ছে চক্রাকার অপরপক্ষে শিল্প ও অর্থনীতি হচ্ছে সমান্তরাল। ব্যবসা বানিজ্য,শিল্প, উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে,পণ্য উৎপাদন করে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয় আবার পরিত্যক্ত বর্জ্য,আবার উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌছে,ব্যবহার হওয়ার ফলে আবার সৃষ্ট হয় বর্জ্য পদার্থের। অতএব প্রয়োজন গ্রহণযোগ্য উপায়ে উৎপাদন এবং ভোগের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করণ যেন পরিত্যক্ত বর্জ্য পরিবেশের প্রতিকূল হতে না পারে। কিন্তু বিষয়টি সহজ নয়, যার জন্য প্রয়োজন, ব্যবসা অর্থনীতির পূণ নিমান ও মৌলিক সংস্করন।

জীব,উদ্ভিদ প্রাণী থেকে পরিবেশগত ব্যবস্থা বৃহদাকারে (কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়) পদার্থ এবং শক্তির প্রবাহে মোক্ষম ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক ভাবে শক্তির এই উৎসকে আমরা সূর্য বলতে পারি। সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় সবুজ গাছপালা ও বৃক্ষ সমুহের ফটোসিনথিসিসের মাধ্যমে,যা থেকে পরিবেশগত অধিকাংশ চক্রাকারের উদ্ভব। সৌর শক্তিকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতে পারি, সূর্যের আলো সূর্যের উত্তাপের জন্য এবং ফটোভলটেক বিদ্যুত,জলশক্তি এবং বিদ্যুৎ ইত্যাদি। এ'ধরনের শক্তি নবায়নযোগ্য,অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক,পরিবেশগত ভাবে ন্যায্য ও সহনশীল। এতসব আলোচনা অবতারনার অর্থ হলো, পরিবেশের এ'সব ধনাত্নক দিক উপক্ষা করে কর্পোরেট ও বিশ্বের বুদ্ধিজীবি ও নেতারা বারবার পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছে হুমকির সম্মুখীন, এবং বিনষ্ট করছে লক্ষ্য কোটি মানুষের সুভালাভালি,স্বাস্থ্য ও বসবাসযোগ্য আবাসন। ১৯৯১ সনের পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ একটি বড় উদাহরন, হাজার হাজার মানুষ হয়েছে নিহত, এবং লক্ষ্য কোটি মানুষের আবাসযোগ্য ভূমি হয়েছে পরিবেশগত ভাবে দূষিত এবং বিপর্যস্ত।

মজার ব্যাপারটি হচ্ছে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৌর শক্তির উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ হবে কিভাবে,সৌর শক্তির উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণে কোন ধরনের সততার আশ্রয় নেওয়া হবে। বর্তমান বাজার অর্থনীতির যা অবস্থা,প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় কখনও ভোক্তাদের জানানো হয় না। এমনকি তথাকথিত মুক্ত বাজার অর্থনীতি ভোক্তাদের যথাযথ তথ্যও প্রদান করেনা,কেননা সামাজিক এবং পরিবেশ গত উৎপাদন ব্যয় বর্তমান অর্থনৈতিক মডেলে অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে এ'সমস্ত ব্যয় 'বাহ্যিক উৎপাদন ব্যয়' হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন কর্পোরেট ও সরকারি অর্থনীতিবিদরা, কেননা এ'ধরনের ব্যয় কোনও তাত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]